চার জেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ছে শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির ‘রেইজ’ প্রকল্প

মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ এই চার জেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে ‘রেইজ’ প্রকল্পের আওতায় কাজ করে যাচ্ছে শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহযোগিতায় বাস্তবায়িত রিকভারি অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (RAISE) প্রকল্পের মাধ্যমে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলায় পিছিয়ে পড়া তরুণদের স্বাবলম্বী করে তুলছে শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি।

প্রকল্পটির মাধ্যমে শতভাগ ও প্রায় শতভাগ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে বেকারত্ব হ্রাসে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক শহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, পিছিয়ে পড়া তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই রেইজ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির উপ-সমন্বয়কারী (অগ্রসর) রাশেদ। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কেবল কারিগরি দক্ষতাই নয়, তরুণদের জীবনদক্ষতা ও কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির রেইজ প্রকল্পের প্রতিনিধি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাস্টার ক্রাফটস পারসন উৎপল হালদার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রেইজ প্রকল্পের ইমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার সবুজ হোসাইন।

সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবে, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মেহেরপুরে পিকেএসএফ ও ডিবিএস এর যুব দিবস উদযাপন

মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) -এর আর্থিক সহায়তায় এবং দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)’র বাস্তবায়িত “রিকভারি এন্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট” (রেইজ) প্রকল্পের আওতায় এই দিবসটি উদযাপন করা হয়।

র্যালিটি সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ হারুন অর রশীদ, অফিসার (এলএসইডি) মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন (লিমন), সিএমও মোঃ শাহিন আলী, এও মোঃ জয়নুল আবেদীন প্রমুখ।

এছাড়াও রেইজ প্রকল্পের শিক্ষানবিশ, প্রধান সদস্য, তরুণ উদ্যোক্তা, ডিবিএস ও রেইজ প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এতে অংশ নেয়।

[redacted]

[redacted]

বিতরণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর উদ্যোগে দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস) এর সহযোগীতায় মেহেরপুরের গাংনী, বামন্দী ও কাজীপুর ইউনিয়নের অসহায় হতদরিদ্র ৭০০ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয় ।

বুধবার সকালে ডিবিএস এর গাংনী শাখা অফিস প্রাঙ্গণে ডিবিএস এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবু জাফরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ রনি খাতুন।

এ সময় গাংনী উপজেলা অফিসার মোছাঃ রনি খাতুন বলেন, পিকেএসএফ ও ডিবিএস কে সামাজিক সেবামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান । তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার সব সময়ই জনকল্যাণমূলক কর্মীদের পাশে আছেন ।

ডিবিএস এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবু জাফর বলেন, পিকেএসএফ সব সময়ই বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে । ডিবিএস পিকেএসএফ এর এই সেবামূলক কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত । ভবিষ্যতে ডিবিএস ও পিকেএসএফ এভাবেই মানুষের সেবাই এগিয়ে আসবে বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন ।

এছাড়া একইদিনে পৃথক পৃথকভাবে ডিবিএস এর বামন্দী ও কাজীপুর শাখাতেও ডিবিএস এর অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মোট ৭০০ জন দুস্থ ও অসহায় মানুষদের মধ্যে এই কম্বল বিতরণ করা হয় । মূলত তৃণমূল পর্যায়ে যথাযথ জরিপের মাধ্যমে উল্লেখিত তিনটি ইউনিয়নের ৭০০ জন অসহায় শীতার্ত মানুষের তালিকা করা হয় । এবং সেই তালিকার ওপরে ভিত্তি করেই এই কম্বলগুলো বিতরণ করা হয় । কম্বল প্রাপ্ত অসহায় মানুষদের বেশিরভাগই ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ। তবে অনেক এতিম, প্রতিবন্ধী ও বিধবা নারীও এই কম্বল পেয়েছেন ।

উল্লেখ্য যে, এর আগেও গত ১৬ই জানুয়ারী রোজ সোমবার মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়স্থ ২৪০ জন অসহায় শীতার্তের মাঝে ডিবিএস তার নিজস্ব অর্থায়নে কম্বল বিতরণ করে ।